প্রথম আলো

উচ্চশিক্ষা

৭ কলেজ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়

পক্ষে-বিপক্ষে কর্মসূচি, ঢাকা কলেজে শিক্ষককে হেনস্তা, কাল কর্মবিরতি

বিশেষ প্রতিবেদক ঢাকা

আপডেট: ১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৯: ৫৮

ঢাকা সেন্ট্রাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশকে কেন্দ্র করে ঢাকা কলেজ উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষার্থীদের মধ্যে অস্তিত্ব সংকটের যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে তা নিরসনের দাবিতে শিক্ষার্থীরা নিউমার্কেট এলাকায় মিছিল করেছেন। *ছবি: দীপু মালাকার*

ঢাকার সাতটি বড় সরকারি কলেজ একীভূত করে প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি করা নিয়ে জটিলতা আরও বাড়ছে। এ নিয়ে আন্দোলন এখন সহিংসতার দিকে গড়াচ্ছে। আজ সোমবার ঢাকা কলেজ ক্যাম্পাসে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ছাত্রকে মারধর ও একজন শিক্ষককে হেনস্তা করার অভিযোগ উঠেছে। এর প্রতিবাদে আগামীকাল মঙ্গলবার সারা দেশে সরকারি কলেজ, সরকারি মাদ্রাসা ও অন্যান্য অফিসে দিনব্যাপী সর্বাত্মক কর্মবিরতি ও কালো ব্যাজ

ধারণ করে অবস্থান কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের সংগঠন বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন।

অন্যদিকে প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির চূড়ান্ত অধ্যাদেশ জারির দাবিতে আজ রাজধানীর শিক্ষা ভবনসংলগ্ন রাস্তায় অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেছেন ওই সাত কলেজের কয়েক শ শিক্ষার্থী। এই কর্মসূচি ঘিরে পুলিশ সতর্ক অবস্থান নেয়। সচিবালয় অভিমুখে ব্যারিকেড দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দেয় পুলিশ। এ কারণে ওই পথ দিয়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, খসড়া অধ্যাদেশের বিষয়ে ছয় হাজারের বেশি মতামত পাওয়া গেছে। এগুলো সংকলন ও বিশ্লেষণের কাজ চলছে। এরপর শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ অংশীজনের সঙ্গে শিগগির ধারাবাহিক পরামর্শ সভা করা হবে।

২০১৭ সালে যথেষ্ট প্রস্তুতি ছাড়াই ঢাকার বড় সাতটি সরকারি কলেজকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা হয়েছিল। তখন থেকেই সংকট ছিল। সরকারি এসব কলেজ হলো ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা মহিলা কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল কলেজ, বাঙলা কলেজ ও তিতুমীর কলেজ। চলতি বছরের জানুয়ারিতে এই কলেজগুলোকে আবারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আলাদা করার ঘোষণা দেয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু নতুন বিশ্ববিদ্যালয় চূড়ান্ত করার আগেই অধিভুক্তি বাতিল করায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়। এখন এসব কলেজ একীভূত করে সরকার নতুন একটি বিশ্ববিদ্যালয় করতে যাচ্ছে। প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’। সাতটি কলেজ হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠকেন্দ্র (একাডেমিক ক্যাম্পাস)। একেক ক্যাম্পাসে আলাদা আলাদা বিষয়ে (ডিসিপ্লিন) পড়ানো হবে। বিষয়ও কমে যাবে। প্রস্তাবিত এই কাঠামো নিয়ে ওই সব কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান নিয়েছেন এবং শিক্ষার্থী ও শিক্ষকেরা বেশ কিছুদিন ধরেই পক্ষে-বিপক্ষে আন্দোলন করছেন।

কলেজগুলোর উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরা কলেজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার দাবিতে আন্দোলন করছেন। ইডেন কলেজের ছাত্রীদের অনেকেই প্রস্তাবিত কাঠামোয় বিশ্ববিদ্যালয় চান না। এ জন্য তাঁরা খসড়া অধ্যাদেশ প্রত্যাখ্যান করেছেন। একই অবস্থায় আছেন বেগম বদরুন্নেসা মহিলা কলেজের ছাত্রীদের অনেকেই।

আর স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অনেকেই প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি দ্রুত করার দাবিতে আন্দোলন করছেন। পূর্বঘোষণা অনুযায়ী, তাঁরা ‘মার্চ ফর অর্ডিন্যান্স’ কর্মসূচি পালনের অংশ হিসেবে দাবিতে আজ বেলা ১১টার দিকে শিক্ষা ভবনসংলগ্ন সড়কে জমায়েত হন। কয়েক শ শিক্ষার্থী সেখানে অংশ নিয়ে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ জারির দাবিতে মিছিল করেন ও স্লোগান দেন।

এ কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের এক ছাত্র প্রথম আলোকে বলেন, দীর্ঘ প্রায় এক বছর ধরে তাঁরা নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে আন্দোলন করছেন। এর মধ্যে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়াও প্রকাশ

করে মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। এখন তাঁরা চান, দ্রুতই অধ্যাদেশ প্রকাশ করা হোক। কারণ, তাঁরা এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেও নেই, আবার নতুন কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেও নেই। এতে পড়াশোনারও ক্ষতি হচ্ছে।

অন্যদিকে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশকে কেন্দ্র করে ঢাকা কলেজের উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষার্থীদের মধ্যে অস্তিত্ব সংকটের যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে তা নিরসনের দাবিতে শিক্ষার্থীরা মিছিল করেছে। কলেজ ক্যাম্পাস থেকে মিছিল বের করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়।

শিক্ষক হেনস্তা, উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষার্থীকে মারধর, কর্মবিরতির ঘোষণা

এদিকে ঢাকা কলেজের স্বতন্ত্র কাঠামো বিলুপ্তির আশঙ্কায় কলেজটির উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা আজ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের দিকে অভিযাত্রা কর্মসূচির আয়োজন করেছিলেন। আবার স্নাতক-স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থীদের আরেকাংশ শিক্ষা ভবনের সামনের কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার প্রস্তুতি নেয়। এ নিয়ে শিক্ষকেরা সতর্ক অবস্থায় ছিলেন। একপর্যায়ে ইতিহাস বিভাগের একজন সহযোগী অধ্যাপককে হেনস্তা ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের একজন ছাত্রকেও মারধর এবং কলেজের শিক্ষক লাউঞ্জ ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে।

এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হন শিক্ষকেরা। তাঁরা ঢাকা কলেজ মিলনায়তনে প্রতিবাদ সভা করেন। সেখানে বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশনের নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। সেখানে কর্মবিরতি ঘোষণা করেন শিক্ষকেরা।

পরে সংগঠনের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সহকর্মীদের জানানো হয়, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ওপর হামলাকারীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে আগামীকাল মঙ্গলবার সর্বাত্মক কর্মবিরতি ও কালো ব্যাজ ধারণ করে অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হবে। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের সব কর্মকর্তাকে এ কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার অনুরোধ করেছেন অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক খান মইনুদ্দিন আল মাহমুদ ও সদস্যসচিব মো. মাসুদ রানা খান।

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৫ প্রথম আলো